তারিখ ... 1 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দৈনিক
জনকণ্ঠ

গণশিক্ষা– আঞ্চলিক পর্যায় থেকে শুরু করে কেন্দ্র পর্যন্ত গড়ে উঠেছে লুটপাটের সিন্ডিকেট

মামুন-অর-রশিদ ॥ উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের আওতাধীন গণশিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় পর্যায়ের এনজিও থেকে শুরু করে কেন্দ্রের শীর্ষ মহল পর্যন্ত জড়িয়ে পড়েছে দুর্নীতিতে। গোটা প্রকল্পের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির কারণে প্রকল্প কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। বৃদ্ধদের নাম দস্তখত শিখানো কিংবা অক্ষর গণনা শেখানোর নামে আমাদের দেশে কোটি কোটি টাকা

(৭- পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

গণশিক্ষা-আঞ্চলিক

(প্রথম পাতার পর)

ব্যয় করে কি লাভ হচ্ছে–সে প্রশ্নও অবান্তর নয়। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি এবং কারিগরি শিক্ষার প্রসার যুগের দাবি সত্ত্বেও সেদিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের উদ্যোগ ও কার্যক্রম নেই। কারণ তাতে লাভের সম্ভাবনা কম। চলমান এই গণশিক্ষা কার্যক্রমের লুটপাটের জন্য আঞ্চলিক পর্যায় থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বিশাল সিন্ডিকেট। এই সিন্ডিকেটে থাকতে পেরে কাজ পেলে এনজিওগুলো চুপ মেরে যায়। আর যারা কাজ পায় না তারা ক'দিন হৈচৈ করলেও পরবর্তীতে চুপ মেরে যায় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিশেষ সমঝোতায় ভবিষ্যতের জন্য ঝোলানো 'মুলাটি' পাওয়ার প্রত্যাশায়।

কেঁচো খুঁড়তে এবার সাপ বেরিয়ে এসেছে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের গণশিক্ষা প্রকল্পে। কাগজপত্রে পাওয়া গেছে এসব জালিয়াতির লম্বাকাও, জোট সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর নবেম্বর ২০০১ সালে প্রথম পর্বে এক শ' ২৯ এনজিও নির্বাচন করে তাদের বরাদ্দ প্রদান ও চুক্তিপত্র সম্পাদনের চিঠি দেয়। কিন্তু গত দেড় বছরেও এই এক শ' ২৯টি এনজিও কাজ না দিয়ে দুই পর্বে চার শ' ৫০টি এনজিও কাজ দিয়েছে। অথচ নবেম্বর ২০০১ সালে নির্বাচিত এক শ' ২৯টি এনজিওকে গত দেড় বছরেও কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই জানায়নি। এই কেলেঙ্কারির নেপথ্যে রয়েছে ক্ষমতাসীন দলের পারিবারিক আধিপত্য বিস্তারের বিশাল কাহিনী। গণশিক্ষা প্রকল্পে শিক্ষার্থীদের বই বিতরণের ক্ষেত্রে পাওয়া গেছে দুর্নীতির বিশেষ চিত্র। অধিদফতরের নিজস্ব বই ছাপানো হয় খুবই কম। বাইরের লেখকদের নির্বাচিত বই কাজপ্রাপ্ত এনজিওগুলো কেনে না। এ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক পর্যায়ে এনজিওগুলোর বক্তব্য হচ্ছে, 'এত টাকা দিয়ে কাজ নিতে হয়েছে আবার বই কিনব কেন'। উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরটি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন। এই মন্ত্রণালয়টি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছে। তবে সর্বক্ষণিক দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর এ বিষয়ক উপদেষ্টার। কাজ বিতরণের কমিশনের সিংহভাগ শীর্ষ পর্যায়ে গেছে যার তথ্য-প্রমাণ রয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ দিকে এক শ' ২৯টি প্রকল্পের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে এই এনজিওগুলোর তালিকা চূড়ান্ত করা হয়। সেখানে যোগ্যতার ভিত্তিতে এনজিওগুলোর মধ্যে কাজ বণ্টন করা হয়। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ২০০১ সালের নবেম্বর মাসে এসব এনজিওকে বরাদ্দপত্র প্রদান ও চুক্তি সম্পাদনের চিঠি দেয়। নির্ধারিত তারিখে চুক্তি সম্পাদন করতে এলে স্থানীয় এনজিও মালিকদের জানানো হয় এখন চুক্তি হবে না। পরবর্তীতে চিঠি দিয়ে জানানো হবে। কিন্তু অদ্যাবধি তাদের অধিদফতরের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি। কেন প্রথমপর্বের এনজিও নির্বাচন বাতিল করা হলো সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে পাওয়া গেছে ক্ষমতাসীনদের পারিবারিক আধিপত্যকেন্দ্রিক প্রভাবের কথা। বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের বিশেষ ভবনের কর্তাব্যক্তির বিশেষ এক আত্মীয়ের 'স' আদ্যক্ষর দিয়ে একটি এনজিও রয়েছে। প্রথমপর্বের নির্বাচনে এই এনজিওটি কাজ না পাওয়াতে গোটা নির্বাচন বাদ দেয়া হয়। বিশ্বব্যাংকও প্রথমপর্বের এই নির্বাচন অনুমোদন দিয়েছিল। পরবর্তীতে যখন প্রথম পর্বের এই নির্বাচন স্থগিত করা হয়, তখন বিশ্বব্যাংক আপত্তি জানালেও পরবর্তীতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে অধিদফতর নিজস্ব অবস্থান ঠিক রাখে। বিশ্বব্যাংকের এই প্রকল্পের কনসালট্যান্ট হচ্ছেন শিরীন জাহাঙ্গীর। তাঁকে পাওয়া যায়নি, তবে অন্য একজন কর্মকর্তা বলেছেন, বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের খুঁটিনাটি সবকিছু মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি জানে না। তবে খুব শীঘ্রই তদন্তের মাধ্যমে এসবের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

প্রকল্পের দুর্নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ নিতে গিয়ে জানা গেছে, অধিদফতরের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের এক শ' ২০টি বইয়ের মধ্যে নিজস্ব বই ১৮টি। এই বইগুলো না ছাপিয়ে বিতরণ না করে কাজ বরাদ্দপ্রাপ্ত এনজিওগুলোর কাছে বই বিতরণের রসিদ কেটে রাখা হয়েছে। এই জালিয়াত চক্রের মাঠ পর্যায়ের একজন হচ্ছেন জামালপুরের একজন দূতার (কাঠমিস্ত্রী)। ক্ষমতাসীন দলের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে 'খ' আদ্যক্ষরের এই ব্যক্তি নিজেও কাজ পেয়েছেন এবং বৃহত্তর জামালপুর-ময়মনসিংহ এলাকার কাজ বিতরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের শীর্ষ ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে দালালের কাজ করেছেন। এই ক্ষেত্রে নিজেও ভাল অঙ্কের কমিশন পেয়েছেন। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে বিষয়ক উপদেষ্টার ছেলেরও এনজিও রয়েছে এবং কাজ বণ্টনে কমিশনের সিংহভাগ একটি বিশেষ মহল পেয়েছে। গত দু'দিন জনকণ্ঠে অর্ধশতাধিক নামী-বেনামী ব্যক্তি ফোনে সে তথ্য দিয়েছেন। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট অভিযোগও রয়েছে। দু'-একজন ছাড়া অনেকেই মুখ খুলতে রাজি হচ্ছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকরা বলেছেন, 'আমাদের নাম জানতে পারলে আমরা প্রাণে বাঁচতে পারব না। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তিনি বলেছেন, 'এখন কথা বলা যাবে না, পরে।'

মহাপরিচালকের প্রতিবাদ ও প্রতিবেদকের বক্তব্য

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদফতরের পরিচালক মোহম্মদ সাইফুজ্জামান এক প্রতিবাদলিপিতে বলেছেন, শুধুমাত্র একটি ফেক্সে ৬শ' ৩৫ কোটি টাকা লুটের ঘটনা আদৌও সত্য নয়। তিনি আরও বলেছেন, ১৪টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এনজিও নির্বাচন করা হয়েছে চারটি ভিন্ন ভিন্ন কমিটির মাধ্যমে। এনজিও নির্বাচনে প্রত্যেকটি স্তরে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়েছে। আকস্মিকভাবে 'প্রকল্প প্রস্তাব' প্রশাসনের উপর পর্যায়ে জমা দেয়া হয়েছে মর্মে প্রকাশিত সংবাদ সঠিক নয়। প্রতিবেদনের কোথাও বলা হয়নি এই একটি প্রকল্পে ৬শ' ৩৫ কোটি টাকা লুটপাট করা হয়েছে। এবারের এনজিও নির্বাচন লুটপাট প্রক্রিয়ার একটি বিশেষ কাণ্ড বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিচালক অস্বীকার করলেও এই মর্মে তথ্য রয়েছে যে, একটি বিশেষ তালিকা যেটি ওপর থেকে প্রণীত হয়ে তার কাছে এসেছে সেটি তাকে কার্যকর করার পদক্ষেপ নিতে হয়েছে। ১৪টি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে এনজিও নির্বাচনের যে কথা প্রতিবাদপত্রে রয়েছে, সেখানে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। সারা বাংলাদেশে ১৪টি বৈশিষ্ট্য বিচারে ১০টি এনজিও নির্বাচন করলে একটি এনজিও বরাদ্দ পাবেই। সেটি বাদ দেয়া হলো কিভাবে?